দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 9 JUL 2009

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (মাতুলি পে-অর্ডার) ভুক্তির নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে চিরপরিচিত তদবির বাণিজ্য। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষা বিভাগে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সংসদ সদস্যরা নিজস্ব প্যাডে শিক্ষামন্ত্রীর বরাবর এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলেও তার অনুসারী লোকজন মন্ত্রণালয়ে এসে তদবির শুরু করেছে। তারা যোগাযোগ করছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে প্রভাবশালীদের দিচ্ছেন। তারা মন্ত্রণালয়ে এসে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে আর্থিক লেনদেন শুরু করেছে। এসব কর্মচারী তাদের কাছে মন্ত্রণালয়ের ভেতরের খবর দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখন কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কম্পিউটারে কখন কি টাইপ করা হচ্ছে, এমন কি উচ্চমহলে তদবির করে এমপিও পাইয়ে দেয়ার বিষয় নিয়েও আর্থিক লেনদেনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সাক্ষাৎকারে আর্থিক লেনদেনের কথা স্বীকার করেছেন। কমিটির একজন সদস্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০০৬ সালের প্রতিবেদন এবং ২০০৮ সালের তথ্য বিবেচনা করেই এমপিওভুক্তি দেয়া হবে। এছাড়া নতুন নীতিমালার আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কমিটির অন্য সদস্য বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নীতিমালা হবে এবং সে অনুযায়ী এমপিওভুক্তি হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গত ৪ বছর ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। অনতিবিলম্বে এমপিওভুক্তি করা দরকার, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কারণ, ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০০৬ সালের প্রকাশিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার গুণগতমান, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও সরকারী অনুদান সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি পরীবিক্ষণ ও পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদনে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে শুরু করে এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তা মানছে না। প্রতিবেদনে ঢাকাসহ অনেক জায়গাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী না থাকার কথাও বলা হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাবদ প্রতিবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৬২ শতাংশ খরচ করতে হয়। এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তির জন্য ৬শ' কোটি টাকা বরাদ্দ চাইলেও পেয়েছে ১শ' ১২ কোটি টাকা। এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতি নতুন কোন বিষয় নয়। অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ২০০৪ সালে সরকার এমপিওভুক্তি বন্ধ করেছিল। প্রকাশিত খবরেও যে তদবিরবাজদের কথা বলা হয়েছে, এটাও কোন নতুন বিষয় নয়। এমপিওভুক্তিকে কেন্দ্র করে যে সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল তা যে এখনও বহাল রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাহিদার সাথে অর্থপ্রাপ্তির সামঞ্জস্য না থাকার কারণে একটি বিশেষ চক্র পাইয়ে দেবার নাম করে বাণিজ্যে নেমে পড়েছে। সত্যি হচ্ছে এই যে, আইন-কানুন যাই থাকুক না কেন একটি বিশেষ মহল যে এ ব্যাপারে বিশেষ করিৎকর্মা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্ত্রণালয়ের গোপন তথ্য ফাঁস থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত টেম্পারিং করাসহ নানা কাজে এরা পটু। প্রয়োজনীয় মনিটরিং না থাকার কারণে প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত কী হচ্ছে আর বাস্তবে কি হচ্ছে তা পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেই। সেই সাথে তদবির পার্টির সাথে নানা পর্যায়ে নানা ধরনের কানেকশন থাকার কারণে শেষমেষ আর এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফলে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যায়। একদিকে জাতীয় অর্থের অপচয় অন্যদিকে শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। আর সেই শিক্ষা দানের কারিগর শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি করা নিয়েই যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়, তাহলে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সম্ভবত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে সকল শিক্ষক এমনিতেই বেতন পান না বা নামমাত্র বেতন পান, তারা ঘুষের টাকা কিভাবে দিচ্ছেন তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা না। এদিক থেকেও শিক্ষায় সততার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের হয় কর্জ করে অথবা সুদে টাকা নিয়ে ঘুষ দিতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সারা দেশে বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় শিক্ষার মান নিয়ে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার জন্য এই ঘুষ বাণিজ্য যে অনেকখানি দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এমপিওভুক্ত হবে এটাই কাঙ্ক্ষিত। সেই সাথে দেশের মাদ্রাসাগুলো কোন অজুহাতে যাতে এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, সেটা দেখাও জরুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেকার প্রতিপালন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নয়। আবার যোগ্য শিক্ষকগণ এবং ভাল প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুষের বিনিময়ে এমপিওভুক্ত হবে এটাও কোন বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রয়োজনীয় আইন ও তা বাস্তবায়নের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তদবির বা ঘুষ বাণিজ্য কিভাবে প্রবেশ করছে তাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার মাধ্যমে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষতা, যোগ্যতার নিরিখে এমপিওভুক্ত হবে, এটাই সকলের প্রত্যাশা।